

দাদু একটা গল্প বলো



ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

সূচিপত্র

শেয়ালের দিনে সিংহ বেচারা ॥ ১২

খরগোশ নাজ্জুর ॥ ২৪

সিংহ সালহানের কথা ॥ ৩২

তিন বন্ধু ॥ ৪২

ঘাড়বাঁকা শেয়ালেরা ॥ ৫০

লড়াকু ষাঁড় ॥ ৫৮

মায়ের ভালোবাসা ॥ ৬৮

স্বাধীনতাই দামি ॥ ৮০

লোহার জুতা ও গাধা ॥ ৮৬

কৃপণ গভার ॥ ১০২

আমার কথা

এ-সিরিজের গল্পগুলো সবুজ বনের বিচিত্র প্রাণীদের।

আমাদের সমাজ-জীবনের সাথে মেলে না, তবুও অনেক মিল! পড়তে পড়তে তোমার মনে হবে—তোমাকে তা পথ দেখাচ্ছে—সত্য ও সুন্দরের পথ। টানছে—যেনো খুব শক্তিশালী চুম্বক! শুরু করলে এক ধরনের আচ্ছন্নময়তা তোমাকে ঘিরে ধরবে। ‘আরেকটু পড়ি .. আরেকটু পড়ি’ করতে করতে—হয়তো সিরিজটি এক এক করে শেষই করে ফেলার অদ্ভুত এক মায়াজালে তুমি আটকে যেতে পারো। ..

বনের প্রাণীরা কেনো এতো ভালো?

কিংবা এতো নির্দয়?

কখনও খুব বজ্জাত—ঘাড়ত্যাড়া?

আচ্ছা, বনের ভেতরের জীবন অমন সুন্দর কেনো?

হরিণ জিরাফ বানর এবং তাদের বন্ধুরা এতো ভালো কেনো?

চোখের আড়ালে—ওই গহিন বনে, আমাদের জন্যে—এন্তো হাতছানি?

অবিশ্বাস্য!

নাহ, ঘরে আর মন টেকে না!

যাবো একটু বনে?

ঘুরতে?

দেখতে?

গাছগাছালির ছায়ায়?

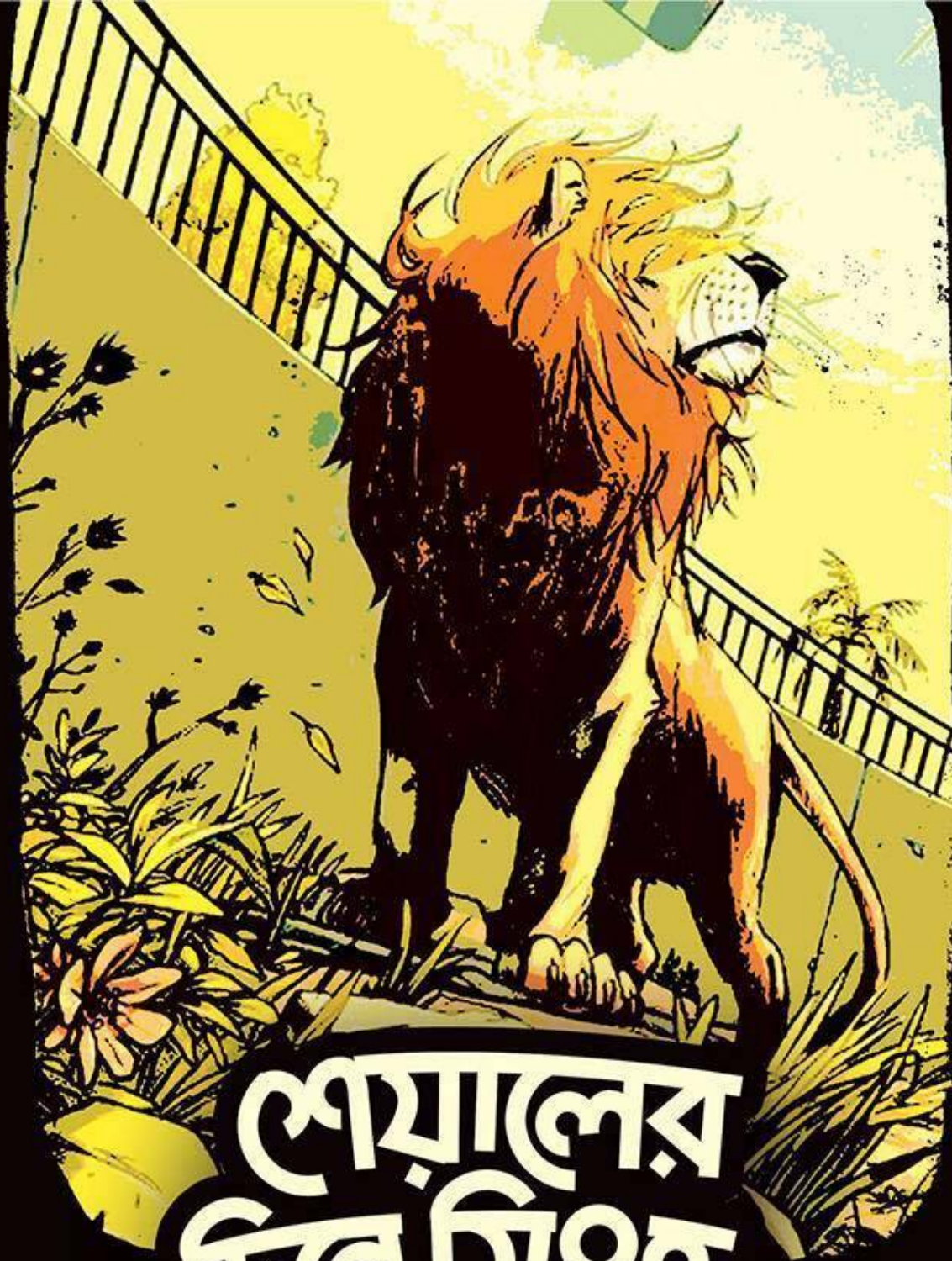
সবুজের ছোঁয়ায়?

প্রকৃতির অপরূপ রূপের পরশে? ..

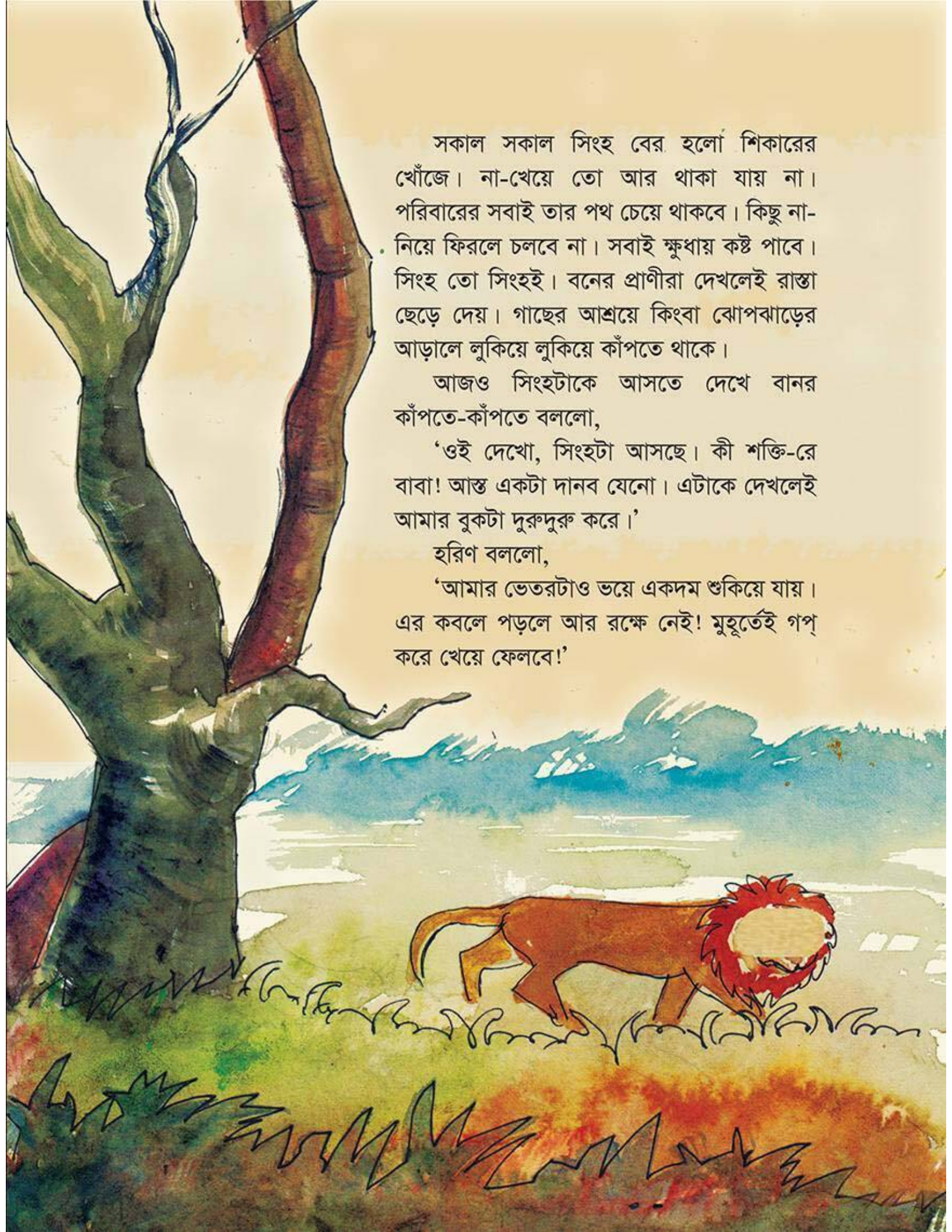
আচ্ছা,

বনের প্রাণীদের গল্পে এই যে আকর্ষণ—তার ‘বাড়ি’ কোথায়?

ওই পিপীলিকা-উপত্যকার কাছে?



শেয়ালের দ্বিভেদিত বেচারা



সকাল সকাল সিংহ বের হলো শিকারের
খোঁজে। না-খেয়ে তো আর থাকা যায় না।
পরিবারের সবাই তার পথ চেয়ে থাকবে। কিছু না-
নিয়ে ফিরলে চলবে না। সবাই ক্ষুধায় কষ্ট পাবে।
সিংহ তো সিংহই। বনের প্রাণীরা দেখলেই রাস্তা
ছেড়ে দেয়। গাছের আশ্রয়ে কিংবা ঝোপঝাড়ের
আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁপতে থাকে।

আজও সিংহটাকে আসতে দেখে বানর
কাঁপতে-কাঁপতে বললো,

‘ওই দেখো, সিংহটা আসছে। কী শক্তি-রে
বাবা! আস্ত একটা দানব যেনো। এটাকে দেখলেই
আমার বুকটা দুরুদুরু করে।’

হরিণ বললো,

‘আমার ভেতরটাও ভয়ে একদম শুকিয়ে যায়।
এর কবলে পড়লে আর রক্ষে নেই! মুহূর্তেই গপ্প
করে খেয়ে ফেলবে!’

দাদু একটা গল্প বলো



ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

সূচিপত্র

বুদ্ধিমান ভেড়া ॥ ১০
বন ॥ ২২
বন ও শহর ॥ ৩০
আবুল ফিদা ॥ ৪০
কিনদিল ও তার ভাইয়েরা ॥ ৪৮
সাহলান এক বানরের নাম ॥ ৫৮
এবার ফালহানের গল্প ॥ ৬৬
কুকুরের নাম জা'ফান ॥ ৭৬
লাউমান গাধা ॥ ৮৬
জুলুম জুলুম ডেকে আনে ॥ ৯৪

অভিমান

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-গবেষক, কলামিস্ট, অনুবাদক, গদ্যশিল্পী

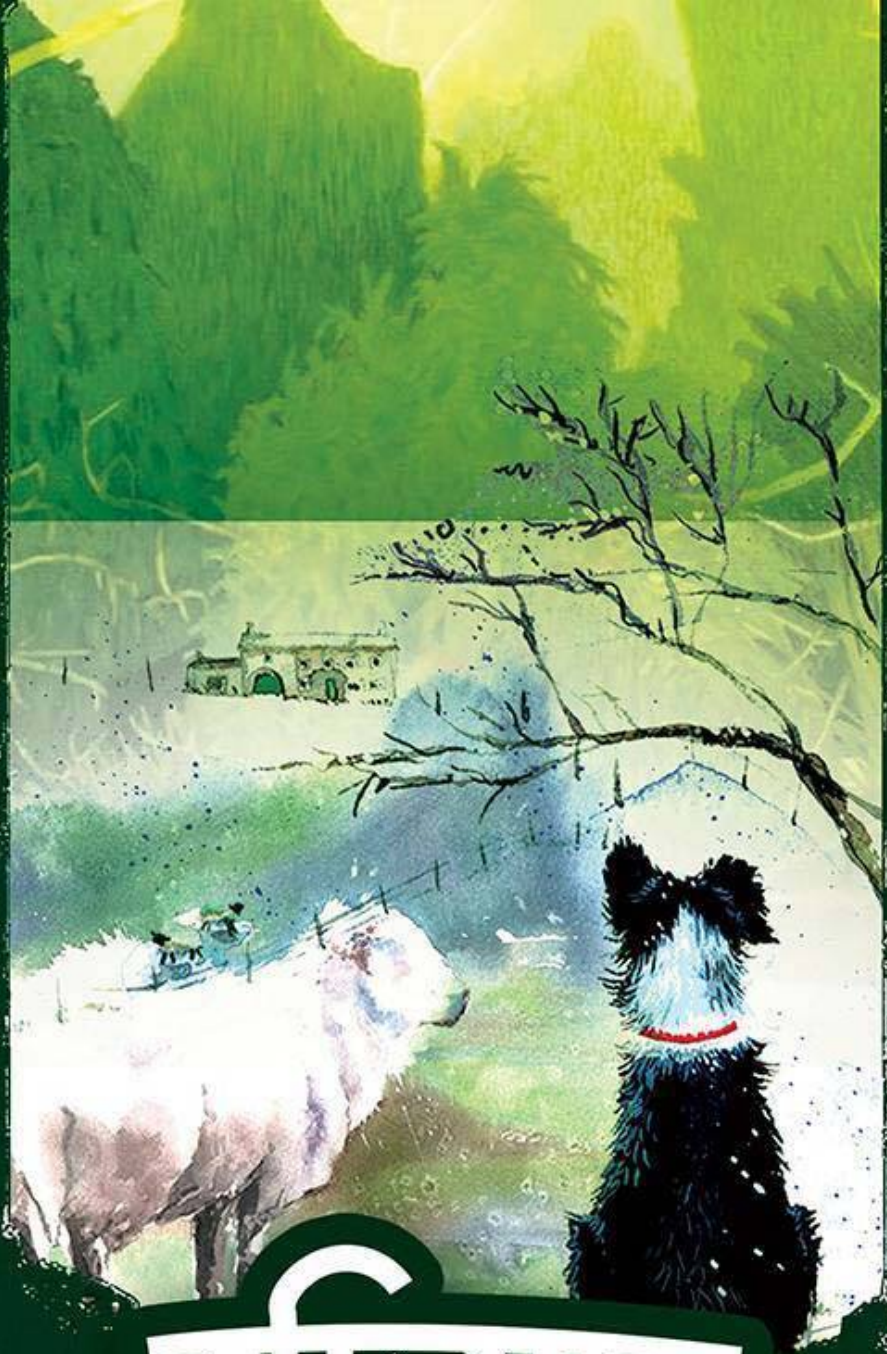
শিশু—জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যারা মা বাবা তারা জানেন, শিশুকে সম্পদরূপে গড়ে তোলাই জগতের সবচেয়ে কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটিকে সহজ করবার জন্যে যারা প্রাসাদ তৈরি করেন; সৃষ্টি করেন শিশু-মনের স্বপ্ন-প্রাসাদ—তারা আমাদের শিশুসাহিত্যিক।

আমাদের বন্ধু ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী ওই স্বপ্নের প্রাসাদ-নির্মাতাদের একজন। আমাদের বাংলা শিশুসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ হলেও এখানে আলোকিত উচ্চারণ বেশ ক্ষীণ। এ-সময়ে আদর্শবাদী সাহিত্য-চিন্তা—স্লোগানে কম্পন ছড়ালেও সত্যিকার শিল্পী অনেক নয়। আমার বিশ্বাসে আমাদের চেতনার পতাকাবাহী অল্প কজনের অন্যতম বন্ধু ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী।

শিশু কিশোরদের নিয়ে তিনি কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। তার কণ্ঠ নিজস্ব। তার সুর আমাদের পরিচিত। নিরলস সান্দ্র-সাধনায় তিনি যে-স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করেছেন তা আমাদের অহংকার।

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী একজন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ভালো সমঝদার শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন কিশোরদের। সেই সঙ্গে ধনবান আরবী ও উর্দু সাহিত্যের তিনি মনস্ক পাঠক অনুবাদক ও বোদ্ধা সংগ্রাহক। তিনি সমান মনোযোগে লেখেন পড়েন এবং



যুদ্ধিমান ভেড়া

কুকুর আর ভেড়া ভালো বন্ধু ।

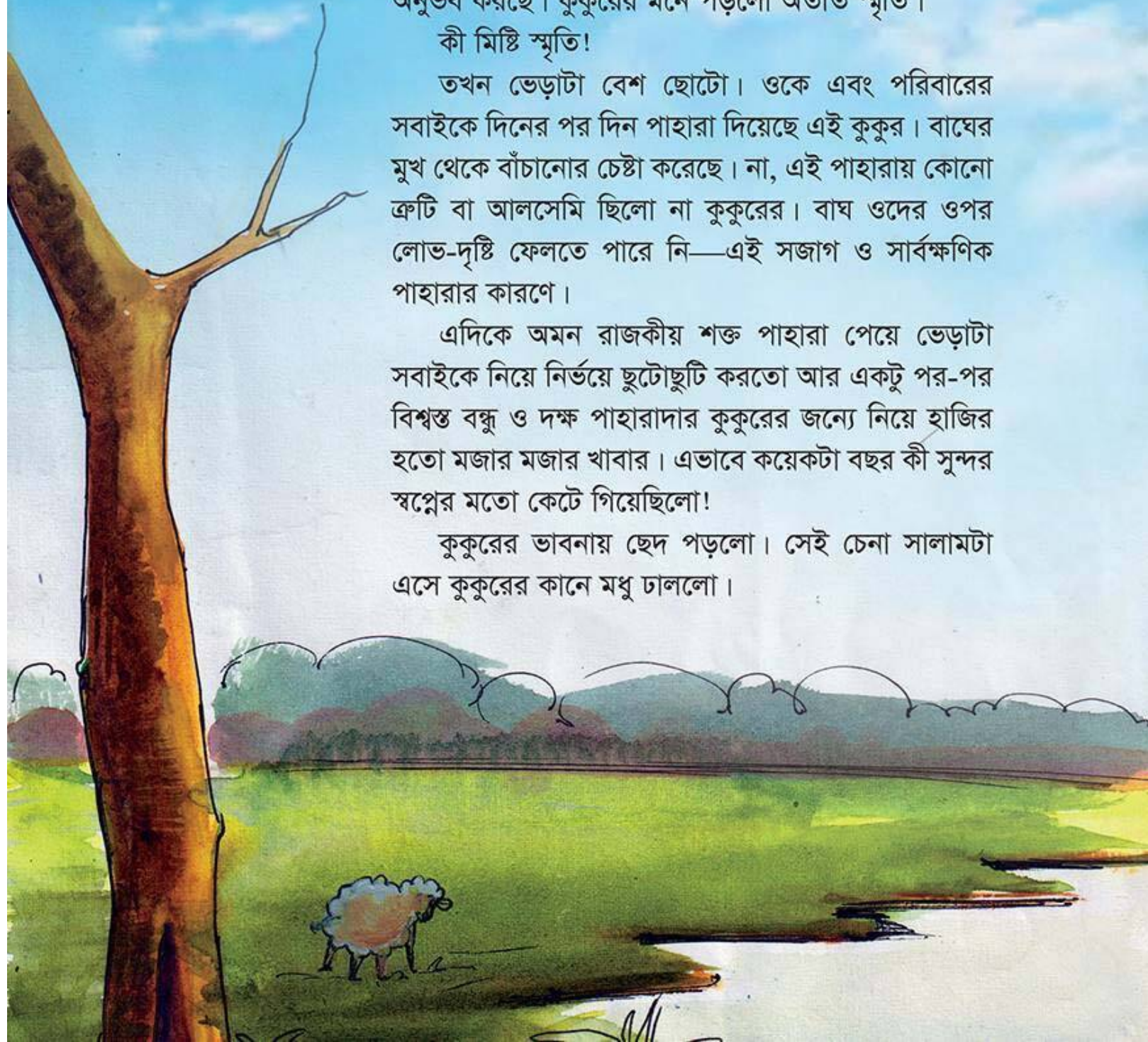
কুকুর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভেড়ার জন্যে ।
একটুপরই কুকুরের বাড়িতে ভেড়ার বেড়াতে আসার কথা ।
কুকুর খুব খুশি । ভেতরে ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা
অনুভব করছে । কুকুরের মনে পড়লো অতীত স্মৃতি ।

কী মিষ্টি স্মৃতি!

তখন ভেড়াটা বেশ ছোটো । ওকে এবং পরিবারের
সবাইকে দিনের পর দিন পাহারা দিয়েছে এই কুকুর । বাঘের
মুখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে । না, এই পাহারায় কোনো
ত্রুটি বা আলসেমি ছিলো না কুকুরের । বাঘ ওদের ওপর
লোভ-দৃষ্টি ফেলতে পারে নি—এই সজাগ ও সার্বক্ষণিক
পাহারার কারণে ।

এদিকে অমন রাজকীয় শক্ত পাহারা পেয়ে ভেড়াটা
সবাইকে নিয়ে নির্ভয়ে ছুটোছুটি করতো আর একটু পর-পর
বিশ্বস্ত বন্ধু ও দক্ষ পাহারাদার কুকুরের জন্যে নিয়ে হাজির
হতো মজার মজার খাবার । এভাবে কয়েকটা বছর কী সুন্দর
স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিলো!

কুকুরের ভাবনায় ছেদ পড়লো । সেই চেনা সালামটা
এসে কুকুরের কানে মধু ঢাললো ।



দাদু একটা গল্প বলো



ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

সূচিপত্র

শেয়াল ও চোর ॥	১০
বনের রোগী বনের ডাক্তার ॥	১৮
নাসসার একটি চিতার নাম ॥	২৮
জীবনের অভিজ্ঞতা ॥	৪০
খুলে দাও সৌভাগ্যের দরোজা ॥	৪৮
ছোট্টো বানর মুতি ॥	৫৮
শক্তির আইন আইনের শক্তি ॥	৬৬
হালমানের কাণ্ড ॥	৭৪
সিংহ ফাহহাম ॥	৮২
মামুন ও মাহরুম ॥	৯২

প্রাতিম

মুসা আল হাফিজ

কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সমাজ-চিন্তক

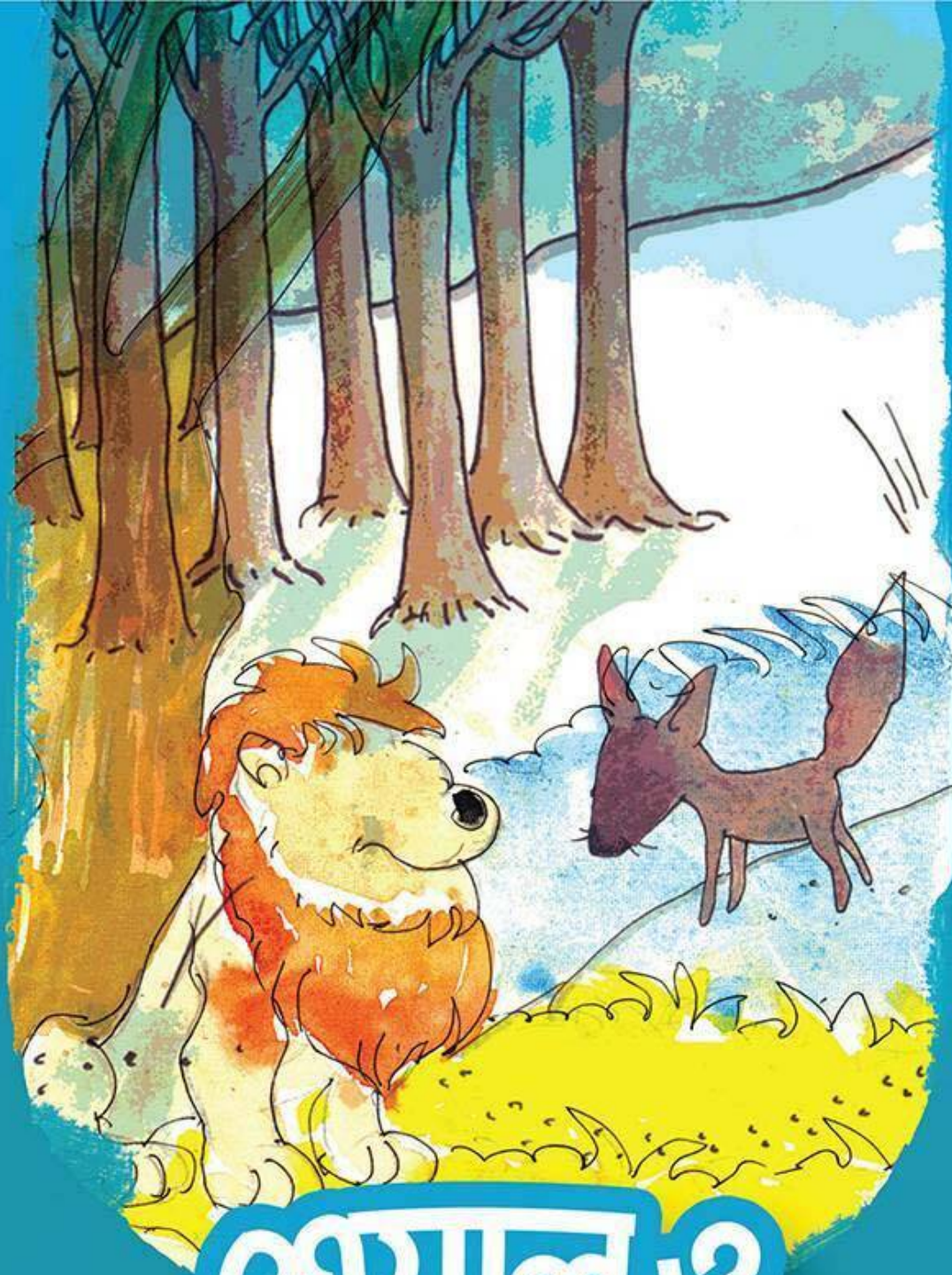
ইসলামী শিশুসাহিত্যের একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। তা শিশুদের মনের মতো হবার চেষ্টা করে। শিশুদের মনের মতো হবার মানে কী? এর মানে হলো—সরল, কোমল ও কল্পনাময় হওয়া, জটিলতামুক্ত এবং আনন্দমগ্ন হওয়া। কিন্তু এটাই সব নয়, শেষ নয়। এর মধ্যে থাকতে হবে—বার্তা, শিক্ষা।

ইসলামী শিশু সাহিত্য গল্পকে ভালোবাসে। কারণ শিশুরা ভালোবাসে গল্পকে। এই সাহিত্যধারায় ছন্দ, সুর আর গন্ধের সাথে রূপের সমাহার ঘটে। তা জীবন গড়ার উপাদানে পরিণত হয় শেষ অবধি।

ব্যাপারটা সহজ, কিন্তু কঠিন। অই যে কবি বলেছিলেন—সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে/ সহজ কথা যায় না লেখা সহজে! শিশুসাহিত্য সহজ হয়েও কেন কঠিন? কারণ নিহিত আছে শিশুমনের রহস্যে। শিশুমনকে কেবল সরল বললেই চলে না। তা চঞ্চল, সজীব এবং নিষ্পাপ। তারা চায় ডানামেলা পাখির মতো উড়তে, সকালবেলার বুলবুলির মতো কিচিরমিচির করতে, বসন্তের বাতাসে দুলতে-থাকা কচিকুড়ির মতো প্রাণ জুড়িয়ে হাসতে।

ফলে শিশুদের কাছে যেতে হলে শিশু হয়ে যেতে হয়। শিশুদের বিশ্বাসের মতো, মনের মতো, কল্পনার মতো। তাদেরকে শোনাতে হয় রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, বুদ্ধির গল্প, দেখাতে হয় মজার মজার চরিত্র ও ছবি।

কথাগুলো টানতে হলো বন্ধু ও সম্মানিত সুহৃদ মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী'র 'দাদু একটা গল্প বলো' নামক গল্পসংকলন সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে। যখন আমাদের শিশুরা মোবাইল আর কম্পিউটার গেমসের প্রতি আসক্ত, প্রকৃতির সাথে তাদের বন্ধুত্ব কমছে, তখন শিশুদের—প্রকৃতি, পশু-পাখি ও জীবনের মজার মজার গল্প



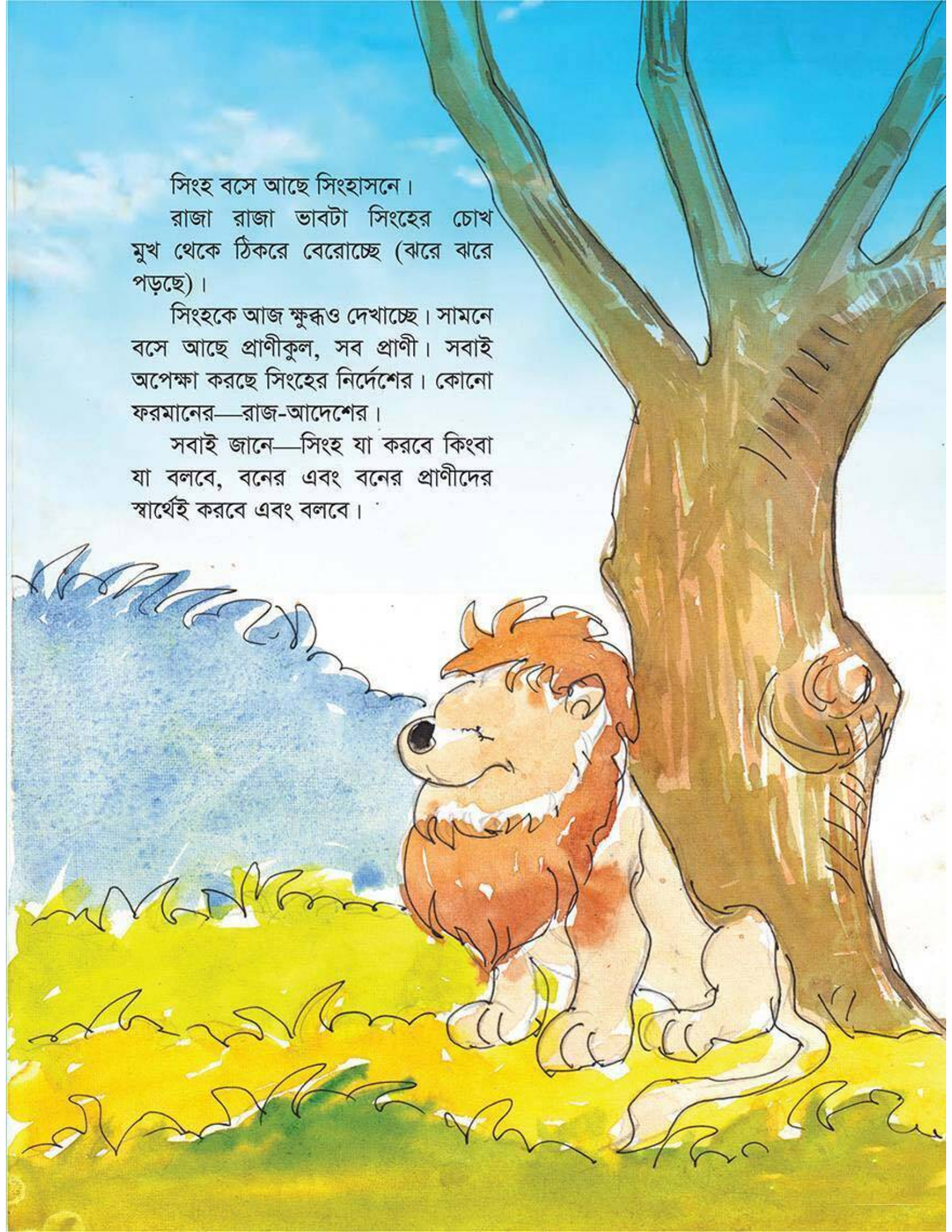
শেয়াল ও
চোর

সিংহ বসে আছে সিংহাসনে ।

রাজা রাজা ভাবটা সিংহের চোখ
মুখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে (ঝরে ঝরে
পড়ছে) ।

সিংহকে আজ ক্ষুব্ধও দেখাচ্ছে । সামনে
বসে আছে প্রাণীকুল, সব প্রাণী । সবাই
অপেক্ষা করছে সিংহের নির্দেশের । কোনো
ফরমানের—রাজ-আদেশের ।

সবাই জানে—সিংহ যা করবে কিংবা
যা বলবে, বনের এবং বনের প্রাণীদের
স্বার্থেই করবে এবং বলবে ।



দাদু একটা গল্প বলো

৪

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কাল্পনিক

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

সূচিপত্র

আজকের ক্লান্তি আগামী দিনের আরাম ॥	১০
শাকের নামের গাথাটি ॥	১৮
ঘোড়ার নাম মাক্কার ॥	২৬
চাঁদের কোলে প্রাণীর মেলা ॥	৩৪
মেঘ হরিণ ও দুঃসহ জালেমের প্রতারণা ॥	৪৬
গাদ্দার এক বাঘের কথা ॥	৫৪
রাখাল ও কুকুর ॥	৬৪
নতুন কাজী আদলান ॥	৭৬
যেমন কর্ম তেমন ফল ॥	৮৪
ইরফান সবার ছোটো কিন্তু... ॥	৯৪

অভিমান

হাবীবুর রহমান মুনির নদভী

বিশিষ্ট অনুবাদক, লেখক, সম্পাদক,
শিক্ষক আরবী ভাষা ও সাহিত্য

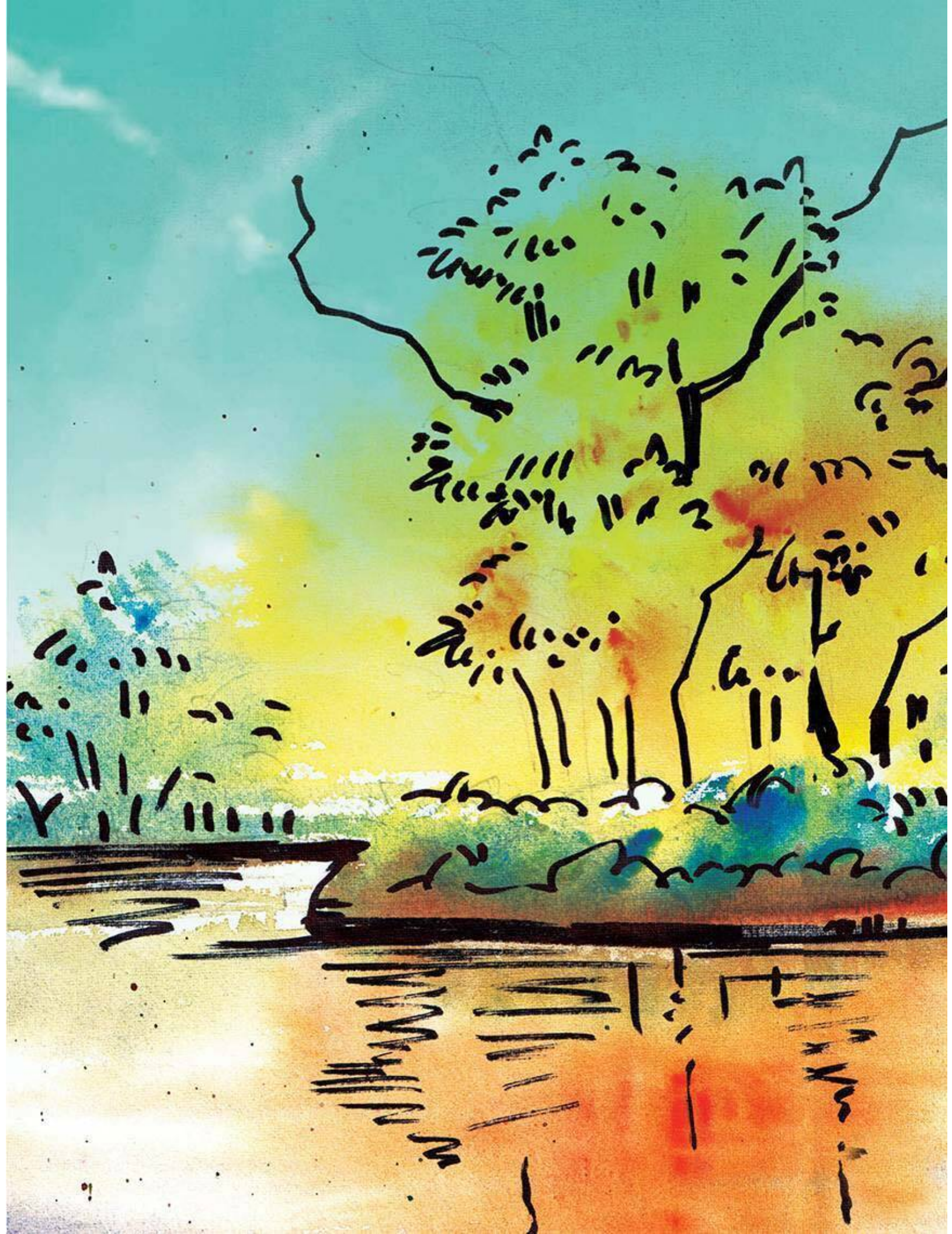
ইয়াহইয়া ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে, মাদরাসা নুরিয়ায়, আমার মুহসিন উসতায় আদীব ছ্যুর দামাত বারাকাতুহুমের একান্ত শাগরেদ হিসাবে। এরপর ১৯৯১ সালে লালবাগ মাদরাসায় মেশকাত জামাতে এবং পরের বছর ১৯৯২ সালে নদওয়াতুল উলামার শরীয়া বিভাগেও আমি তার সহপাঠী ছিলাম।

সুদীর্ঘ এই সময়ে তাকে উসতাবে মুহতারাম আদীব ছ্যুরের সাহিত্য-সান্নিধ্যের যে-নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্যা ও অনুশীলনে সচেষ্টিত দেখেছি এবং কাজিফত লক্ষ্য অর্জনে তিনি যে-বিপুল শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন, তা-ই মূলত তার আজকের এই কলম-পরিচিতি ও লেখক-খ্যাতির অন্যতম ভিত্তি।

‘ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী’ বর্তমান সময়ে আমাদের ইসলামী সাহিত্য-অঙ্গনের অতি পরিচিত একটি নাম। বহু সংখ্যক পাঠক-প্রিয় গ্রন্থের সংকলক ও অনুবাদক। বাংলা ও আরবী সাহিত্যের বোদ্ধা পাঠক হওয়ার সূত্রে তার শব্দচয়ন ও বর্ণনা শৈলীতে ভিন্ন রকম সৌন্দর্যের প্রকাশ রয়েছে। রয়েছে আরবী ও উর্দু সাহিত্যের বিভিন্ন শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের বুদ্ধিদীপ্ত বাংলায়ন-প্রয়াস। চমৎকার সব উপমার সমাহার।



শাকের তালের গাধাটি



দাদু একটা গল্প বলো



ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

কালন

গল্প । ইতিহাস । চেতনা

সূচিপত্র

আবকারিনু ॥ ১০
বানর ও পানি ॥ ১৬
শাহমান বাঘের গল্প ॥ ২৬
নাম আমার হাকিম ॥ ৩৪
বনের পরিচ্ছন্নতা ॥ ৪৪
আবুল ওয়াফা ॥ ৫২
একা এক গন্ডার কন্তোসব কাণ্ড ॥ ৬৪
একটি ঘোড়ার আনন্দ বেদনার গল্প ॥ ৭২
ঘোড়ার নাম মুখলিস ॥ ৮০
ফারহান, তুমিও হলে বাবার মতো ॥ ৯০

অভিমান

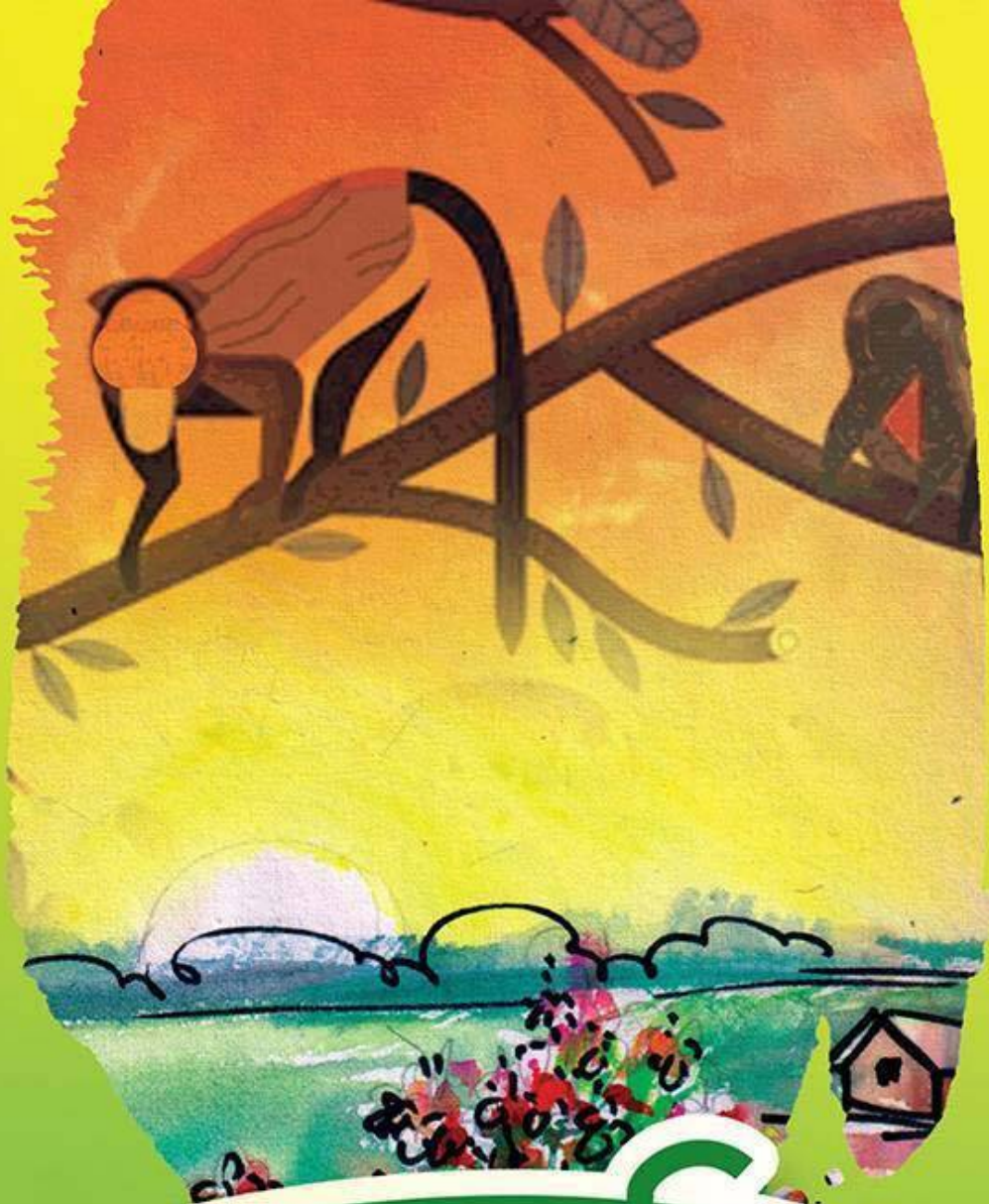
শায়খ আহমাদুল্লাহ

বিশিষ্ট দাঈ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব,
চেয়ারম্যান, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদের নাম সন্তান। সন্তান আমাদের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের উৎস। সন্তান সঠিক পথে বেড়ে উঠলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আবার সন্তান বিপথগামী হলে দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় আমরা শেষ হয়ে যাই। সন্তানের মঙ্গলের জন্য এমন কিছু নেই, যা আমরা করি না। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে পৃথিবীর বিশাল ভূ-পৃষ্ঠ সন্তান প্রতিপালনের জন্য ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠছে।

এই সময়ে এসে আমাদের সন্তানদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে মোবাইল। মোবাইল আমাদের সন্তানদের ঘুম, পড়ালেখা, সুস্বাস্থ্য, আচরণ; মোটকথা সুস্থ-সামাজিক মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার সকল অবলম্বনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় সন্তানদেরকে মোবাইল থেকে দূরে রাখার কোনো বিকল্প নেই। সেই বিকল্প হতে পারে ইসলামের আলোয় প্রোজ্জ্বল শিক্ষণীয় গল্পের বই। কিন্তু মোবাইলের বিকল্প হয়ে উঠতে পারার মতো, আমাদের সন্তানদের ক্ষুধা নিবারণের মতো আকর্ষণীয় বই বাজারে খুব বেশি নেই।

এই শূন্যতার মাঝেও যে অল্পকজন লেখক ইসলামী মূল্যবোধকে উপজীব্য করে আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য অসামান্য সব বই লিখে চলেছেন, তাদের অন্যতম



আবকাব্ব



আবকারিনু। একটি বানর।

খুব বুদ্ধিমান।

অনেক মেধাবী।

ছোটোখাটো এক রসায়নবিদ। বনের গাছগাছরা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে ফেলতে পারে খুব অল্প সময়ে। তার ঘর ছিলো বনের এক প্রান্তে, মরুভূমির পাশ ঘেঁষে। ফলে মরুভূমিও তার কাজে লাগতো, আবার বনভূমিও কাজে লাগতো।

সূর্য ডোবার খানিকটা আগে সে বেরিয়ে যেতো বনে। খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসতো অনেক অজানা ওষুধি গাছ। ঘরে ফিরে এসব গাছ একটার সাথে আরেকটা মিশিয়ে ওষুধ তৈরি করতো। একেক রোগের একেক ওষুধ। এভাবে আবকারিনু অনেক ওষুধ তৈরি করে ফেললো অল্প কদিনে।

আবকারিনু নামের বুদ্ধিমান বানরটি বনের কেউ অসুস্থ হলেই ছুটে আসতো তার কাছে। খুব যত্ন করে তাকে দেখতো, রোগ নির্ণয় করতো তারপর ওষুধ দিয়ে দিতো। দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে আবকারিনুর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো নিজের বনে এবং আশপাশের সব বনে। এমনকি সব বনের সব রাজার কাছেও আবকারিনুর চিকিৎসা-খ্যাতির সংবাদ পৌঁছে গেলো।

বনের রাজারা অসুস্থ হলেই ডাক পড়তো তার। যেতে হতো তাদের প্রাসাদে। সেখানে তাকে স্বাগত জানানো হতো খুব সম্মানের সাথে। চিকিৎসা-শেষে আবকারিনু যখন রাজাদের প্রাসাদ থেকে ফিরে আসতো, তখন একদিকে তার হাতে তুলে দেওয়া হতো উত্তম হাদিয়া, অন্যদিকে অনুভব হতো এক বিরল সম্মান। একদিনের ঘটনা।

